মতবিনিময় সভা, ঢাকা ২৭ মে ২০০৮
'জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়নে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি।'

মো আনিসুর রহমান - বক্তব্যের সারাংশ।

১. বিশ্বের আলোকিত মহলে অনেক দিন ধরে নেতিবাচক 'প্রতিবন্ধী' কথাটি বর্জন করে ইতিবাচক 'বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এদেশেও সাম্প্রতিক কালে সংবাদপত্রের রিপোর্টে এবং অনেক আলোচনা-চক্রে এই কথাটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি এই 'বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত' অনেক মানুষ যারা নিজেদের বিকাশের জন্য দলবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে এই প্রশ্নে কথা বলেছি, এবং তাঁরা এই কথা বলেছেন যে 'প্রতিবন্ধী' কথাটা "আপনারা আমাদের যে দৃষ্টিতে দ্যাখেন তা প্রকাশ করে, আমরা আমাদের নিজেদের যেভাবে দেখি তা প্রকাশ করে না।"

২. কোন মানুষই তার যা নেই তা নিয়ে এগুতে পারে না, যা আছে তাই নিয়েই সে এগুতে পারে।এদেশের বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে যারা তাদের প্রতি আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে যান নি তাঁরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এবং অসাধারণ সৃজনশীলভাবে তাদের যা আছে তাই দিয়ে জীবনে এগিয়ে যাচ্ছেন এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে যা তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনায় সামনে আনা দরকার। সম্প্রতি রিইব-এর সহায়তায় সাংবাদিক কুররাতুল আইন তাহ্‌মিনার নেতৃত্বে সমস্ত দেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজেদের একক বা যৌথ উদ্যোগে জীবনে এগিয়ে যাবার কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে কলেজে যাবার জন্য প্রতিদিন ১৪ কিলোমিটার পথ হুইল চেয়ারে পাড়ি দিচ্ছে এরকম বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত যশোরের মঙ্গলকোট বাজচরের তরুণ মিন্টু অধিকারী বলে যে "আমাদের অভাবের সংসার। তাই ছোট থেকেই আমি নিজেই আমার পড়ার খরচ চালিয়ে আসছি ঠোঙ্গা বানিয়ে, টিউশানি করে। আমি নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করি না। আমি লেখাপড়া শিখে বড় হতে চাই। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।" ঠাকুরগাঁ-এর ক্লাশ ফাইভের ছাত্রী রাজিয়ার দুই হাত নেই, লেখার বেঞ্চে বসে বসার বেঞ্চে খাতা রেখে সে পা দিয়ে লেখে,তারপরও ক্লাশের সব পড়া করে, অন্যদের সঙ্গে একই সময়ে পরীক্ষা দেয়। রাজশাহীর সীমা ও পটুয়াখালির ফাল্গুনির হাত কনুই পর্যন্ত, তারা লেখে দুই কনুই দিয়ে কলম ধরে। দুই চোখেরই দৃষ্টি হারান চট্টগ্রামের বাঁশখালির সামান্য আয়ের জেলের ঘরের অজিত জলদাস, তারপরও ভিখারীদের দলে যোগ দেবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বাড়ী বাড়ী যেয়ে গান গেয়ে স্ত্রী নিয়ে সংসার চালান। এরকম আরো অসংখ্য অনুপ্রেরণাময় কাহিনি রয়েছে যার কিছু চিত্র-বিবরণ সইফুল হক অমির "Heroes Never Die" নামে আলোকচিত্র সংকলনেও রয়েছে।

৩. এরকম মানুষরা দেশের অনেক স্থানে সংঘবদ্ধ হয়ে শুধু নিজেদেরই উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না, তাদের এলাকার বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরও অধিকার আদায়ের এবং তাদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শরীক হচ্ছে, কোথাও এরকম সংগ্রামে নেতৃত্বও দিচ্ছে। কুষ্টিয়ায় এরকম একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের সংগঠনের নেতাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি যদি সুযোগ পান সারা দেশের শুধু বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদেরই উন্নয়ন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে চান, না দেশের সব সুবিধাবঞ্চিতদের। তিনি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন, "সব সুবিধাবঞ্চিতদের"।

৪. বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের উন্নয়নের জন্য নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়নের নীতিমালার প্রশ্নে তাদেরই মধ্যের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা জরুরী। আমি জানি এই নেতৃত্ব বিনা যোগ্যতায় সংরক্ষিত সরকারী আসন চাইবে না, সরকারী দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুবিধা ও প্রয়োজনে বিদ্যাঙ্গনে প্রবেশের জন্য ঢালু সিড়ি, ব্রেইলী পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা, হাত দিয়ে কথা বলা শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির প্রসার চাইবে, কারণ সরকারী চাকরী ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নয়, বিভিন্ন খাতে সমস্ত দেশবাসীর সেবার জন্য, সেরকম যোগ্যতা অর্জন ক'রে। আমি জানি এই নেতৃত্ব সমাজের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির সঙ্গে একত্রে বঞ্চনা-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাইবে - দেশের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মানুষই সুবিধাবঞ্চিত, আর এদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিশেষ সুবিধাবঞ্চিত অন্যায়-অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ রয়েছে, এমনকি কয়েক লক্ষ 'অচ্ছ্যুৎ' শ্রেণীও রয়েছে যাদের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের অমানবিক ব্যবহার বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মানুষদের ব্যবহারের চাইতে অনেক গুণে বেশি অমানবিক। আমি জানি জানতে পারলে বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব সমাজের এই সব বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে একসঙ্গে নিজেদের ওপর অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করবে, তাদের বাদ দিয়ে শুধু নিজেদের স্বার্থে সমাজ বা সরকারের কাছে বিশেষ সুবিধাদি চাইবে না। আমি জানি বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে এই নেতৃত্ব রয়েছে। এবং সব বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে এরকম নেতৃত্বেরই বিকাশের জন্য সমাজ-হিতৈষী সবার কাজ করা প্রয়োজন আমাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য।